দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 9 APR 2013
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ...

# শিক্ষক নিয়োগে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত

মোবারক হোসাইন : রাজনৈতিক বিবেচনায় ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটে শিক্ষক নিয়োগে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিলেকশন বোর্ডে বাছাইকৃত এইসব প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তির চাপে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে প্রার্থীদের প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য শাসানো হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঝুলিয়ে বঞ্চিত করায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন প্রার্থীরা। সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করতেই প্রার্থীদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত শিক্ষক সংকটে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটে। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থী ও একাডেমিক পরিসর বেড়ে যাওয়ায় সংকট আরও চরম আকার ধারণ করে। শিক্ষা কার্যক্রম গতিশীল করতে ও শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে ৮ এপ্রিল ২টি স্থায়ী প্রভাষক পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। তবে সে সময়কার বাছাই কমিটির সভাপতির ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণে আগ্রহী দুই প্রার্থীকে আবেদন করা থেকে বিরত থাকতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। সূত্র জানায়, দুই প্রার্থীর আবেদন বহাল থাকলে তিনি ইনস্টিটিউটের সিলেকশন বোর্ডের সভা ডাকবেন না বলেও মৌখিকভাবে হুমকি দেন। তার এমন অবস্থানের কারণে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ওই দুই প্রার্থীকে ইনস্টিটিউটের স্বার্থে একজনের জমা দেয়া আবেদন তুলে নিতে এবং অন্যজনকে আবেদন করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে প্রার্থীদ্বয়ের একজন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার জমা দেয়া আবেদন তুলে নেন।

> ঢাবির স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায় ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের

এদিকে তৎকালীন প্রো-ভিসির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পরেও বিজ্ঞাপিত পদের সিলেকশন বোর্ডের সভা না হওয়ায় প্রার্থীদের একজন নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংক ড্রাফটসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ জমা দেয়া তার পূর্বের আবেদনটিই বিবেচনায় আনার জন্য ভিসি বরাবর আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ২২ জুলাই ২০১২ তারিখে আবেদনটি পুনর্বিবেচনার জন্য ইনস্টিটিউট পরিচালকের কাছে প্রেরণ করেন। এছাড়া তিনি অন্য দু'জনের আবেদন বিবেচনার জন্য পরিচালকের নিকট পাঠান। ইনস্টিটিউট উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির (সিএন্ডডি) মাধ্যমে ওই তিনজনসহ মোট দশজনকে সাক্ষাতকারের জন্য আহ্বান করে। যার সভা ১৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

বোর্ডের নির্বাচকগণ শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশনার ভিত্তিতে তাসলিমা রহমানসহ অন্য একজনকে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। নিয়ম অনুসারে ইনস্টিটিউটগুলোতে নির্বাচনী সভার সুপারিশ অনুমোদনের জন্য বোর্ড অব গভর্নেন্স সভা আহ্বান করার বিধান রয়েছে। তা সত্ত্বেও অজানা কারণে পাঁচ মাসের অধিক সময়ে কোন সভা ডাকা হয়নি।

এদিকে প্রশাসন ৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে দেয়া বিজ্ঞপ্তির নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করেই ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে তিনটি প্রভাষক এবং দুটি সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য নতুন আরেকটি বিজ্ঞপ্তি দেয়। এ বিজ্ঞপ্তিতেও পূর্বের সিলেকশন বোর্ডে সুপারিশকৃত ওই দুই প্রার্থী উক্ত পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। এ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারীদের সিলেকশন বোর্ডের সভা ৭ মার্চ ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে উল্লেখিত দুই প্রার্থীদেরকেও সাক্ষাতকারে ডাকা হয়। কিন্তু ইনস্টিটিউটের সিনিয়র শিক্ষকগণ, পূর্বের (১৪ অক্টোবর ২০১২) নির্বাচন বোর্ডে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য এই দুই প্রার্থীর নাম সুপারিশ থাকায় পরের (৭ মার্চ ২০১৩) সিলেকশন সভায় সাক্ষাতকার না দেয়ার পরামর্শ দেন। শিক্ষকদের পরামর্শ অনুযায়ী তারা সভায় সাক্ষাতকার দেয়া থেকে বিরত থাকেন। সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তির নির্বাচনী সভায় বিজ্ঞাপিত তিনটি প্রভাষক পদের বিপরীতে অতিরিক্ত দুইজনসহ মোট পাঁচজনের নাম নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়।

১৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে, ১৪ অক্টোবর ২০১২ ও ৭ মার্চ ২০১৩ তারিখের নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য বোর্ড অব গভর্নেন্সে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু বোর্ড অব গভর্নেন্স ১৪ অক্টোবরের ২০১২ তারিখের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি বাতিল করে দেন। এক্ষেত্রে বোর্ড ওই দুই প্রার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের পরে আবেদন করার কারণ দেখিয়ে সুপারিশ বাতিল করে দেয় বলে জানা যায়। তবে এ কারণটি সঠিক নয় বলে জানা গেছে। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, প্রার্থীগণ যথাযথ প্রক্রিয়া মেনেই আবেদন জমা দিয়েছেন।

কিন্তু, বোর্ড অব গভর্নেন্স ৭ মার্চের নির্বাচন সভার তিনজন ও অতিরিক্ত দু'জনসহ মোট পাঁচজনের নিয়োগের সুপারিশটি অনুমোদন করেন। প্রসঙ্গত, উভয় নির্বাচনী সভার সদস্যগণ অভিন্ন। যাদের একটি সুপারিশ গ্রহণ করা হয় এবং অন্যটি বাতিল করা হয়। যা বঞ্চিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চরম অবিচারের শামিল।

ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্বাস্থ্য অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত যতজন স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে যে তিনজনের একাডেমিক ফলাফল (সিজিপিএ) সবচেয়ে ভালো, বঞ্চিত প্রার্থীরা তাদের মধ্যে দু'জন। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতকোত্তরে নিজ নিজ শিক্ষাবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়া এই দু'জন প্রার্থী ইনস্টিটিউটে দীর্ঘ প্রায় এক বছর যাবত খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করে আসছেন। কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনের এ অবিচার ও অনিয়মে বঞ্চিতদের মধ্যে চরম হতাশা এবং শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ সম্পর্কে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ড. শামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, বোর্ড অব গভর্নেন্সের (বিওজি) সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রথম সিলেকশন বোর্ডে নির্বাচিত প্রার্থীকে কেন বঞ্চিত করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিওজির সভাপতি এটি ভাল বলতে পারবেন।

বোর্ড অব গভর্নেন্সের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কাছে এ বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিয়োগ এখনো হয়নি। পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।